# শ্রীসারদা মঠের নতুন সঙ্ঘাধ্যক্ষা

পরমপূজনীয়া প্রব্রাজিকা আনন্দপ্রাণামাতাজী ১৪ জানুয়ারি ২০২৩ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মতিথির দিন শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের পঞ্চম সঙ্ঘাধ্যক্ষা পদে বৃত হয়েছেন।

মাতাজীর জন্ম ১৯২৭ সালে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা মাতাজী দর্শনশাস্ত্রে স্নাতকোত্তরের পর বি টি পাশ করে সঙ্ঘে যোগদান করেন ১৯৫৭ সালে, সিস্টার নিবেদিতা বিদ্যালয়ে। ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজি, বাংলা প্রভৃতি সকল বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য ও অনায়াস বিচরণ তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল। ভূগোল ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ডে নিখুঁত মানচিত্র এঁকে ছবির মতো পড়িয়ে দিতেন, যা আজও ছাত্রীদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজীর কাছে মাতাজী ১৯৬২ সালে ব্রহ্মচর্য এবং ১৯৬৭ সালে সন্ন্যাস লাভ করেন। নিবেদিতা স্কুল থেকে তিনি শ্রীসারদা মঠের মূলকেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে চলে আসার পর মঠের পাশেই অবস্থিত 'রামকৃষ্ণ সারদা মিশন নিবেদিতা বিদ্যাপীঠ' বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নেন। স্থানীয় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের তিনি গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে স্নেহে-শাসনে শিক্ষাদান করেছেন বহু বছর। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলা, হাতের কাজ, বাগান করা—সব নিজে হাতে-কলমে শেখাতেন। পড়াশোনার সরঞ্জাম ও পুষ্টিকর খাবার কিনে দিতেন, তাদের মায়েদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করতেন। বহু ছাত্রছাত্রীকে তিনি উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিয়ে স্বাবলম্বী করেছেন। নিজের কাছে রেখে সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীদের দিয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্রীদের পড়ানোর ব্যবস্থা করতেন, তারা আজ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। স্থানীয় দরিদ্র পরিবারগুলির কাছে আপদে বিপদে আজও তিনি অত্যন্ত ভরসার স্থল।

শ্রীসারদা মঠের মুখপত্র 'নিবোধত' পত্রিকা যখন ১৯৮৭ সালে তার যাত্রা শুরু করে তখন থেকেই তিনি সযত্নে প্রুফ দেখে দিতেন এবং সস্নেহে সম্পাদনা সংক্রান্ত বিভিন্ন মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সম্পাদিকাদ্বয় বেদান্তপ্রাণামাতাজী ও সদাত্মপ্রাণামাতাজীকে সাহায্য করতেন, যা তাঁরা আমৃত্যু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

মাতাজী বহু বছর মঠের ট্রাস্টি হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অবশেষে ২০১৭ সালে তিনি শ্রীসারদা মঠের ট্রাস্টি বোর্ডের ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের গভর্নিং বডির সদস্যা হন এবং দীক্ষাদান শুরু করেন। তিনি সহাধ্যক্ষার পদ অলংকৃত করেন ২০১৮ সালে।

ঈশ্বরনির্ভর, অকপট, দৃঢ়, সদাসতর্ক, স্পষ্টবাদী মাতাজীর ঋজু ও মধুর ব্যক্তিত্ব সহজেই সকলের সম্ভ্রম অর্জন করে।